Subject: Sociology

Semester IV Generic Elective 04
Methods of Sociological Enquiry

Unit: 1 : The Logic of Social Research
Question No. : 01

■ সামাজিক গবেষণা কী? (What is Social Research?)

সাধারণভাবে, গবেষণা বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান-অন্বেষণকে বোঝায়। রেডম্যান ও মোরে (Redman and Morey)-এর মতে, গবেষণা হলো নতুন জ্ঞান-অন্বেষণের সুসংবদ্ধ প্রয়াস। এই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান-অন্বেষণ যখন সমাজ বিজ্ঞানে অনুসৃত হয় তখন তাকে সামাজিক গবেষণা বলে।

সংজ্ঞা (Definition) : এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্স অনুসারে, "গবেষণা হলো জ্ঞানবর্ধন, সংশোধন বা যাচাইপূর্বক সাধারণীকরণের লক্ষ্যে বস্তু, প্রত্যয় বা প্রতীক নিয়ে কাজ করা; যাতে সেই জ্ঞান কোনো তত্ত্ব সৃষ্টি অথবা কোনো কৌশল অনুশীলনে সহায়তা করতে পারে।"

পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young)-এর মতে, সামাজিক গবেষণাকে যুক্তিভিত্তিক এবং প্রণালীবদ্ধ কৌশলের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যার উদ্দেশ্য হলো—

(১) নতুন তথ্য বা ঘটনা আবিষ্কার করা বা পুরোনো ঘটনাকে যাচাই করা;
(২) তাদের পর্যায়ক্রম, আন্তঃসম্পর্ক এবং কারণঘটিত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করা;
(৩) নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল, প্রত্যয় এবং তত্ত্বসমূহকে উন্নত করা যা মানব আচরণের নির্ভরযোগ্য ও সিদ্ধ (Reliable and valid) অধ্যয়নে সহায়তা করে।

পি. ভি. ইয়ং-এর ধারণা মতো, সামাজিক গবেষণাকে আমরা সমাজজীবনের অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও ধ্যান-ধারণার একটি পদ্ধতিরূপে আখ্যা দিতে পারি, যার উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিস্তার, সংশোধন ও যাচাই। এই জ্ঞান তত্ত্ব গঠনে বা ব্যবহারিক জীবনে সাহায্য করতে পারে।

কে. ডি. বেইলি (K. D. Bailey) তাঁর 'Methods of Social Research' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক গবেষণা তথ্য সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত, যা সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দানে সহায়তা করে।

ই. আর. বাবি (E. R. Babbie) তাঁর 'The Practice of Social Research' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "গবেষণা হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে শেখা ও জানার লক্ষ্যে এক অনুসন্ধান পদ্ধতি।

ওয়েস্টার মার্ক-এর মতে, "জ্ঞান অন্বেষণই শুধুমাত্র গবেষণার লক্ষ্য নয়, এর উদ্দেশ্য সমাজজীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তা সমাজের জন্য প্রয়োগ করা।"

সি. আর. কোঠারি (C. R. Kothari) তাঁর 'Research Methodology' গ্রন্থে বলেছেন, "গবেষণা বলতে এমন একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতিকে বোঝায় যার উদ্দেশ্য হলো সুস্পষ্টভাবে কোনো সমস্যাকে চিহ্নিত করা, প্রকল্প প্রণয়ন করা, তথ্য সংগ্রহ করা, তা বিশ্লেষণ করা, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা তত্ত্ব নির্মাণের লক্ষ্যে বিষয়ের সাধারণীকরণ করা।"

উইলকিনসন এবং ভান্ডারকার (Wilkinson and Bhandarkar)-এর মতে, সাধারণভাবে সামাজিক গবেষণা সামাজিক ঘটনাসমূহ এবং সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞানের পরীক্ষণ, সংশোধন ও পরিবর্ধনের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ। এর ফলে উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ সমাজ-মানবিক ঘটনাসমূহকে এক উচ্চতর মাত্রায় সাধারণীকরণে সহায়তা করে।

বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির নির্যাস বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সামাজিক গবেষণা হচ্ছে—(১) সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান; (২) ধারণা ও তত্ত্ব গঠন করার এক সুসংবদ্ধ পদ্ধতি; (৩) সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞানভান্ডারের সংযোজন ও সংশোধন; (৪) এ এমন এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিভিত্তিকভাবে সমাজের নতুন ঘটনা আবিষ্কার করা যায় এবং অতীত ও বর্তমান বিষয়সমূহের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।